WELCOME
TO
DIGITAL
TECHNOLOGY CLASS

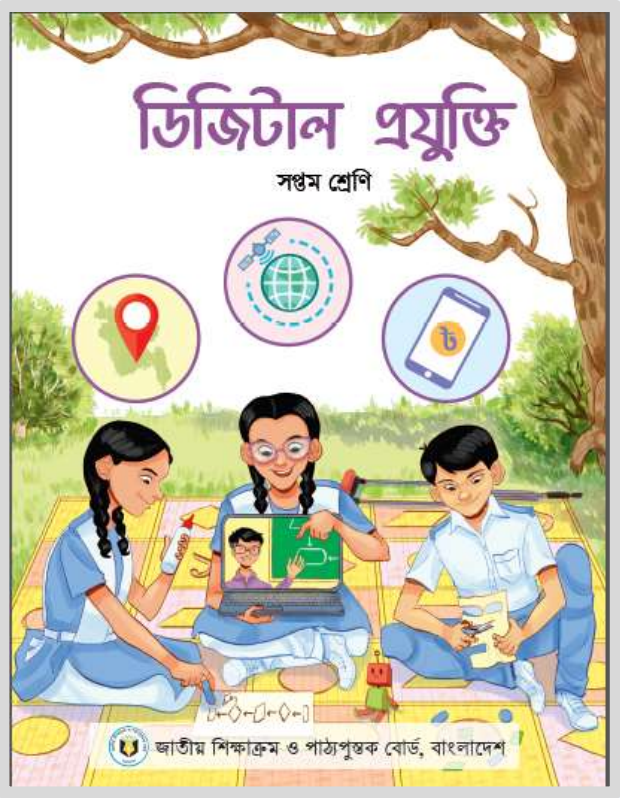

Md. Mohiuddin (Moin)

Lecturer

Department of ICT

01625593789

moin043cse@gmail.com

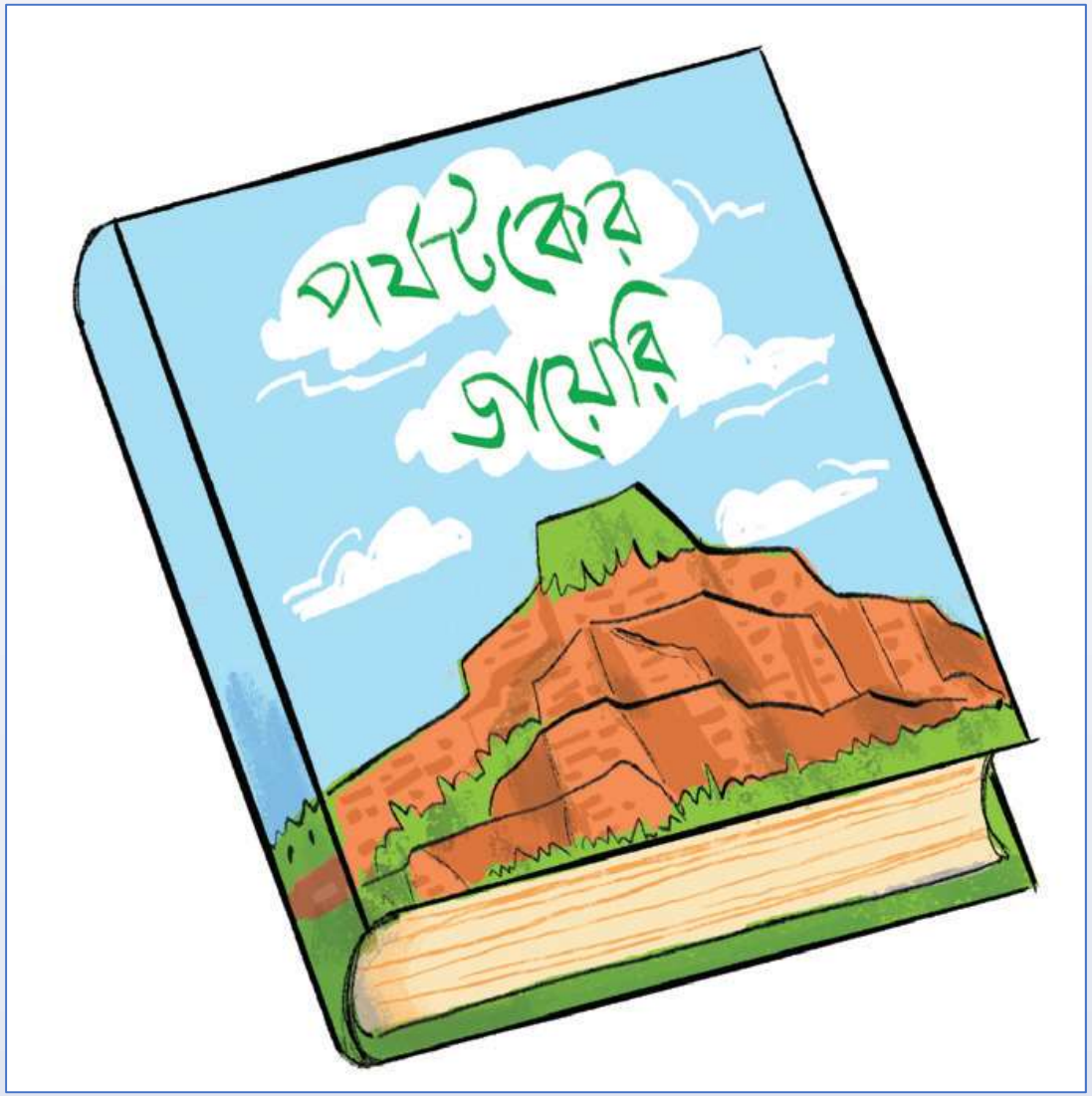

বই- একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ

আজকের পাঠ
ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক কাজে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ব্যবহার
শিখন অভিজ্ঞতা ২
বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ব্যবহার
সেশন: ১

শিখনফল

আজকের পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা...

- বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ কী তা বলতে পারবে;
- বাণিজ্যিক কাজে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ব্যবহারের শর্ত কী তা লিখতে পারবে;
- ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক কাজে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারবে।

প্রথম সেশন

ধাপ	বাস্তব অভিজ্ঞতা।
কাজ	গল্প পড়া, ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক কাজে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ব্যবহারকে পার্থক্য করতে পারা।
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, শিক্ষার্থী, বই।

কাজ- ১ : 'বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ব্যবহার' বিষয়ে শিক্ষকের নিজের অভিজ্ঞতা বিনিময়– ১২ মিনিট

- শ্রেণিতে প্রবেশ করে প্রথমেই শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আপনি কুশল বিনিময় করতে পারেন।
- ষষ্ঠ শ্রেণিতে শিক্ষার্থীরা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সম্পর্কে ধারণা পেয়েছিল। শিক্ষক এ সম্পর্কে পুনরায় শিক্ষার্থীদের স্মরণ করিয়ে দেবেন। বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সম্পর্কে 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র যে উদাহরণ দেওয়া আছে সেটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে তুলে ধরবেন ও অনুপ্রাণিত করবেন যে চাইলে শিক্ষার্থীরাও নিজ এলাকার সাংস্কৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে এগিয়ে আসতে পারে।

কাজ- ২ : গল্প পড়া– ৮ মিনিট

- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে 'হাসির বাবার দই' গল্পটি পড়ে শোনাবেন।
- এ ক্ষেত্রে শিক্ষক চাইলে শিক্ষক নিজে গল্পটি না পড়ে যেকোনো একজন শিক্ষার্থীকে গল্পটি দাঁড়িয়ে উচ্চ স্বরে পড়তে বলবেন।

কাজ- ৩ : ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক কাজে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ব্যবহারের করণীয় অনুধাবন করানো– ৫ মিনিট

- গল্প পড়া শেষে ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক কাজে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষক আলোকপাত করবেন।
- একটি টেকস্টবক্সে এ সম্পর্কে 'হাসির বাবার দই'য়ের গল্প থেকেই উদাহরণ দেওয়া আছে। সেটি সম্পর্কে শিক্ষক আলোচনা করবেন।

কাজ- ৪ : বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার শনাক্তকরণ– ২০ মিনিট

- বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার-সম্পর্কিত চারটি উদাহরণ দেওয়া আছে। এর মধ্যে প্রথম উদাহরণের উত্তর দেওয়া আছে। অন্য তিনটি সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা নিজেরা চিন্তা করবে ও তার মতামত লিখবে।
- ২/১ জন শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞেস করতে পারেন এই তারা এই শনাক্তকরণের কাজ করার মাধ্যমে কী বুঝতে পারল।

বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ

মানুষ যখন তার মেধা ব্যবহার করে কোন সম্পদ তৈরি করেন, তখন সেই সম্পদকে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ বলা হয়।

উদাহরণঃ ল্যাপটপ, বই, শিল্পীর গান ইত্যাদি।

তুমি কি‘মৈমনসিংহ গীতিকা’র নাম শুনেছ? এটি একটি সংকলনগ্রন্থ, যাতে ময়মনসিংহ অঞ্চলের পালাগান লিপিবদ্ধ করা আছে। এই পালাগানগুলো প্রাচীনকাল থেকে মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে আসছিল ময়মনসিংহ অঞ্চলে। এই বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ প্রথমে চন্দ্রকুমার সাহা সংগ্রহ করা শুরু করেন। এরপর ড. দীনেশচন্দ্র সেন সবগুলো পালা গান একত্র করে সম্পাদনা করেন ও গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। যদি এই কাজ না করা হতো তাহলে আজ হয়তো আমরা এই অসাধারণ সংকলন পেতাম না।

কেমন হয় যদি আমরা নিজেরাই আমাদের এলাকায় কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদকে যথাযথভাবে বাণিজ্যিক ব্যবহারের উপযোগী করে তুলতে পারি? এই শিখন অভিজ্ঞতায় আমরা সেটা করার চেষ্টা করব।

হাসির বাবা আফজাল হোসেনের একটি দই তৈরির কারখানা আছে। এই কারখানায় তৈরি দই বাজারে‘হাসি দই’ নামে বিক্রি হয়। আজ হাসি এই দই কিনে হঠাৎ অবাক হয়ে আবিষ্কার করে দইয়ের স্বাদ অন্যরকম লাগছে। ভালো করে প্যাকেট লক্ষ্য করে দেখল সেখানে‘হাসিদই’ এর পরিবর্তে‘হাস দই’ লেখা। অথচ প্যাকেট দেখতে একই রকম, একই রং, একই সাইজ, লেখার ফন্টও একই রকম, সবকিছুই মিল আছে, শুধু ‘হাসি’র জায়গায় ‘হাস’ লেখা।

সেটা খুব ভালো করে খেয়াল না করলে হঠাৎ বোঝার উপায় নেই এটা যে হাসি দই না! হাসি খুব চিন্তিত হয়ে বাবার কাছে গিয়ে প্যাকেট দেখিয়ে পুরো ঘটনা খুলে বলল। আফজাল হোসেন সবকিছু শুনে বললেন, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ হাসি এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করার

তবে আমাদের দুশ্চিন্তার কিছু নেই। আমাদের হাসি দইয়ের স্বাদ অন্য দইয়ের তুলনায় আলাদা, তার কারণ, এই দই তৈরির ফর্মুলা আমার উদ্ভাবন করা এবং সেটি বেশ আলাদা অন্যগুলোর তুলনায়।

এ কারণে এই দই তৈরির কৌশল বা ফর্মুলা একটি বুদ্ধি বৃত্তিক সম্পদ। যারা আমাদের কোম্পানির দই নকল করে প্রায় হুবহু একই নামে বাজারে … ত আমার একজন উকিল বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ … হণ করব।

যেহেতু আমাদের ট্রেডমার্ক করা আছে, তাই যারা আমাদের এই বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ নকল করে বাণিজ্যিকভাবে ছেড়েছে, তাদের অবশ্যই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ও বাণিজ্যিকভাবে এই পণ্য বাজারে বিক্রি করা বন্ধ করতে হবে। হাসি এখন একটু দুশ্চিন্তা মুক্ত হলো।

উপরের গল্পে আমরা দেখতে পাচ্ছি, আফজাল হোসেন একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ তৈরি করেছেন।

তিনি যেই ফর্মুলা ব্যবহার করে হাসি দই তৈরি করেছেন, সেটি অন্য দইয়ের ফর্মুলা থেকে ভিন্ন। তাই এটি একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ। এরপর তিনি এটি বাজারজাত করেছেন।

বাজার থেকে যারা হাসি দই কিনেছে, তারা কিন্তু শুধু পণ্য হিসেবে ব্যক্তিগত কাজে এটি কিনেছে। অর্থাৎ এই দই কেনার সময় তারা দইটি শুধু খাবার অধিকার পাচ্ছেন।

এক্ষেত্রেবুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার হচ্ছে।

ব্যক্তিগত কাজে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ নির্দিষ্ট টাকা দিয়ে কেনার সময় পণ্যটি একজন মানুষ ব্যবহারের সুযোগ পেলেও সেটি বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহারের অধিকার পাননা।

বাণিজ্যিক কাজে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ব্যবহারের শর্ত:

বাণিজ্যিক কাজে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ব্যবহার করতে গেলে অবশ্যই বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদটির যিনি স্বত্বাধিকারী তার থেকে যথাযথ আনুষ্ঠানিক অনুমতি নিয়ে, তার সঙ্গে চুক্তিপত্র করে তবেই বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা যাবে।

এবারে আমরা একটি কাজ করি, নিচে বেশ কিছু বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। সেগুলো থেকে আমরা বের করি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদটি ব্যক্তিগত কাজে নাকি বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং ব্যবহারটি যথাযথ হ

ক. মিজান একটি বিখ্যাত বাংলা সিনেমা দেখার জন্য একটি ওয়েবসাইটে নিবন্ধন করল। সেখানে নির্দিষ্ট ফি পরিশোধ করে তাদের গ্রাহক হলো। কিন্তু ওই ওয়েবসাইটে সিনেমাটি দেখানোর সিনেমার প্রযোজকের কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ করা হয়নি। মিজান এখন খুশি মনে পছন্দের সিনেমা দেখছে।

সিদ্ধান্ত – মিজান ব্যক্তিগত কাজে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ব্যবহার করছে। কিন্তু ওয়েবসাইটটি সিনেমাটি প্রদর্শনের অনুমতি না নিয়েই তাদের প্ল্যাটফর্মে বাণিজ্যিক কাজে সেটি ব্যবহার করছে। কাজেই তারা নিয়ম মানছে না ও সিনেমার প্রযোজক ওয়েবসাইটের সত্ত্বাধিকারীর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

খ. মিতু প্রয়োজনীয় একটি সফটওয়্যার অনলাইনে খুঁজতে গিয়ে দেখল ৫০ টাকা দিয়ে সফটওয়্যারটি তৈরিকারক কোম্পানি থেকে লাইসেন্স কিনে নিতে হবে। মিতুর বন্ধু হেনা বলল, আমার কাছেই সফটওয়্যারটি আছে, কেনার কোনো প্রয়োজন নেই, তুই আমার থেকে সফটওয়্যারটি কপি করে নিস। মিতু বলল এটা একদম উচিত হবে না। সফটওয়্যারটি কেনার যথাযথ ওয়েবসাইটে গিয়ে সেটির লাইসেন্স কিনে নিয়ে মিতু এখন ব্যবহার করছে।

সিদ্ধান্ত –

গ. একটি বিখ্যাত কোমল পানীয় তৈরির কোম্পানি তাদের ফর্মুলা বাংলাদেশের একটি বাজারজাতকরণ কোম্পানির কাছে চুক্তিবদ্ধ হয়ে প্রদান করল। কিন্তু অন্য আরও একটি কোম্পানি সেই একই কোমল পানীয়র নামে বাজারে পণ্য বিক্রি শুরু করল। তখন যে কোম্পানি এই ফর্মুলা কিনে নিয়েছিল, তারা আদালতের দ্বারস্থ হলো।

সিদ্ধান্ত –

ঘ. রায়হান একটি ভ্রমণবিষয়ক বই লিখেছে নিজের বিভিন্ন পরিদর্শন করা স্থানের অভিজ্ঞতা নিয়ে। রায়হান একটি প্রকাশক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে মেধাস্বত্ব পাবার শর্তে বইটি প্রকাশের অনুমতি দিয়েছে। সেই প্রতিষ্ঠান এই বছর বইমেলায় বইটি প্রকাশ করেছে ও বইটি পাঠকদের মধ্যে সাড়া ফেলেছে।	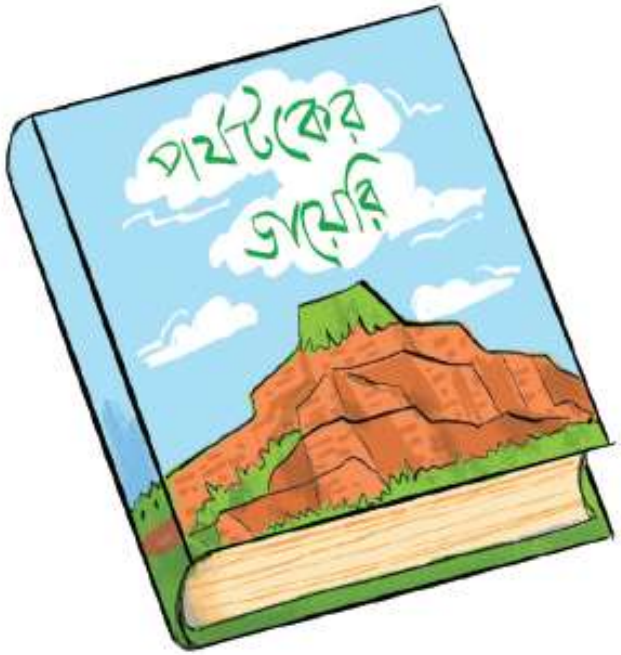

সিদ্ধান্ত –

তাহলে উদাহরণ থেকে শনাক্তকরণের কাজের মাধ্যমে কী

উত্তরঃ বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারলাম এবং সেই সাথে বৈধ ও অবৈধ ব্যবহার এবং নীতিমালা সম্পর্কে জানতে পারলাম।

মূল্যায়ন

১ তথ্য হচ্ছে কোন একটি বিষয়ের -

ক. উত্তর

খ. উপাত্ত

গ. প্রশ্ন

ঘ. ধারা

২। শিশির ইঁদুরের নাম কী দিয়েছিলো?

ক. সার্ভার

খ. মাউস

গ. ধূমকেতু

ঘ. ছায়াপথ

মূল্যায়ন

৩। গল্পে শিশিরের জন্য নতুন জুতা কে কিনে এনেছেন?

ক. শিশিরের বাবা

খ. বাবা

গ. শিশিরের মা

ঘ. মা

৪। গল্পে শিশিরের বোনের নাম কী?

ক. তানিয়া

খ.তৃষ্ণা

গ. তৃণা

ঘ. তিথী

মূল্যায়ন

৫। শিশির ও তার ছোট বোন তৃণা কার অথবা কাদের সাথে বেড়াতে যাবে?

ক. বাবা-মা

খ. বাবা

গ. মা

ঘ. চাচা

৬। শিশির ও তার ছোট বোন তৃণা কোথায় বেড়াতে যাবে?

ক. সিলেট

খ. রাজশাহী

গ. শ্রীমঙ্গল

ঘ. দিনাজপুর

মূল্যায়ন

৭। শিশিরের জুতার রং কী?

ক. জলপাই

খ. কালো

গ. লাল

ঘ. সবুজ

৮। শিশিরের ঘুম ভেঙে গেলো কিসের শব্দে?

ক. তেলাপোকার শব্দে

খ. কুকুরের আওয়াজ

গ. ইঁদুরের কিচকিচ

ঘ. শিয়ালের আওয়াজ

THANK YOU ALL